ভোরের কাগজ
তারিখ JUL 9 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নতুন পদ্ধতি নিয়ে প্রেস মালিকদের আপত্তি, দরপত্র আহ্বানে বিলম্ব

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছে এবারো দেরিতে বই পৌঁছতে পারে

মানস ঘোষ : আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক স্তরে বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিশাল এককের প্যাকেজ প্রথা চালুর বিপক্ষে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্দোলনের হুমকি, দেরিতে টেন্ডার আহ্বান ইত্যাদি কারণে বইয়ের মুদ্রণ পিছিয়ে যেতে পারে। এর ফলে নির্ধারিত সময়ে বই সরবরাহ সম্ভব নাও হতে পারে।

প্রাথমিক স্তরের সাড়ে ৫ কোটি বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গত ২৪ জুন দরপত্র আহ্বান করে। দরপত্রে পুরো কাজকে ১১১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ভাগ করে সিডিউল বিক্রির কথা জানানো হয়। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ কাজকেই রাখা হয়েছে বিশাল অঙ্কের চারটি প্যাকেজে। এই চারটি প্যাকেজের প্রতিটির কাজ ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকার। বাকি ১০৭টি প্যাকেজের প্রতিটি ৭ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকার। মুদ্রাকররা বলছেন, বিশাল অঙ্কের প্যাকেজগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ক্ষমতার সামর্থ্যের বাইরে।

প্রসঙ্গত বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শ্রেণীর বইয়ের মুদ্রণ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে আহ্বান করা হতো এবং সর্বনিম্ন দরে বোর্ডের তালিকাভুক্ত আগ্রহী প্রেসগুলোর মধ্যে কাজগুলো ভাগ করে দেওয়া হতো। কিন্তু এ বছর প্যাকেজপ্রথা চালুর ফলে পুরো কাজটিই চলে যাবে ১১১টি প্রতিষ্ঠানের কাছে।

বাংলাদেশ মুদ্রণশিল্প সমিতির সভাপতি রব্বানী জব্বার এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এর ফলে এ কাজ বৃহৎ পুঁজির প্রেস মালিকদের হাতে চলে যাবে, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেসগুলোকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিলেরও দাবি জানিয়েছেন।

মুদ্রণশিল্প মালিক সমিতির পক্ষে ইতিমধ্যেই প্যাকেজপ্রথা বিলুপ্তির আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বরাবারে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টির এভাবে সুরাহা না হলে সমিতি আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সমিতির পক্ষ থেকে বোর্ডের কাজ না করার সিদ্ধান্ত হলে বোর্ডের পক্ষে বই ছাপানোর প্রক্রিয়া খুবই জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়বে। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, নতুন এই পদ্ধতি পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদের নেই। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

প্রাথমিক শ্রেণীর বই

● প্রথম পাতার পর

তবে তিনি স্বীকার করেছেন, কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হলে এখনই করতে হবে। তা না হলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছবে না। এদিকে প্রেস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম শাহ আলম বোর্ডের এই নতুন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মুদ্রণশিল্পে জড়িতদের সঙ্গে বোর্ডের আলোচনা করা উচিত ছিল।

এ বছর প্রাথমিক স্তরের বই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য মোট খরচের বৃহৎ একটি অংশ সরকার ঋণ হিসেবে নিচ্ছে বিশ্বব্যাংক থেকে। জানা গেছে, ঋণ দেওয়ার পূর্বে বিশ্বব্যাংক মুদ্রণ কাজের জন্য প্যাকেজপ্রথার শর্ত জুড়ে দিয়েছে। যার ফলে সরকার বাধ্য হয়েছে নতুন এই প্রথা চালু করতে। এ ব্যাপারে বোর্ডের উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নূরুল হক খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিশ্বব্যাংকের শর্তারোপের কথা স্বীকার করে বলেছেন, এর ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে। বোর্ড তুলনামূলক কম মূল্যে বই ছাপাতে পারবে।

এদিকে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে প্যাকেজপ্রথা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হলেও সময়মতো বই ছাপানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছেন না প্রেস মালিকরা। প্রতিবছর সরকার দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে। এই বই ছাপা শুরু হয় আগস্ট মাসে। বছর শেষ হওয়ার আগেই যা স্কুলগুলোতে পৌঁছে যায়। কিন্তু এ বছর দরপত্র খোলাই হবে ১ আগস্ট। তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বোর্ডের কার্যাদেশ দিতে এক থেকে দেড় মাস সময় লেগে যায়। গত বছর একই সময়ে দরপত্র খুলে প্রায় দুমাস পর অক্টোবরের শেষদিকে প্রেসগুলোকে কার্যাদেশ দিয়েছিল। যার ফলে চলতি বছরের শুরুতে অনেক স্কুলেই সময়মতো বই পৌঁছেনি। বোর্ডের বই ছাপানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রেস মালিকরা এবছরও এমনটা হবে বলে আশঙ্কা করছেন।

বোর্ডের উৎপাদন নিয়ন্ত্রক নূরুল হক খান প্রেস মালিকের এ জাতীয় আশঙ্কা যথাযথ নয় বলে মনে করেন। তিনি বলেন, সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে ২৮ আগস্টের মধ্যেই কার্যাদেশ দেওয়া সম্ভব। এর ফলে ১৫ ডিসেম্বর থেকে জেলা পর্যায়ে এবং ১৫ জানুয়ারি থেকে থানা পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা যাবে।

ভুল শীর্ষক পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পত্রলেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, "কুনো ব্যাঙ টুনটুনিকে কি খবর দিয়েছিল?" "বুড়ী হাতির বিরুদ্ধে কি নালিশ করল?"- বাক্য দুইটির 'কি'-এর বানানে ঈ-কার (ী) হইবে অর্থাৎ 'কী' হইবে। আমি এই বিষয়ে পত্রলেখকের সহিত সম্পূর্ণ একমত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর 'পাঠ্য বইয়ের বানান' নামক গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিয়া 'কি' ও 'কী'-এর পার্থক্য বোঝানো হইয়াছে। কিন্তু 'কি' ও 'কী'-এর সঠিক প্রয়োগের কোন ব্যাখ্যা বা সূত্র ঐ গ্রন্থে নাই। ফলে (আমার বিশ্বাস) কোন পাঠ্য বই প্রণেতা 'কি' ও 'কী'-এর পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই এবং বাংলাদেশের কোন পাঠ্য পুস্তকে 'কী'-এর ব্যবহার হয় নাই। যে প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাব সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়া দেওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক অব্যয় 'কি' হয় এবং যে প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাব সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়া দেওয়া যায় না, সেইক্ষেত্রে প্রশ্নবোধক সর্বনাম/বিশেষণ/ক্রিয়াবিশেষণ 'কী' হয়। আরও উল্লেখ্য, 'কী কী' কখনও (সাধু ভাষায় 'কখনো' হয় না) 'কি কি' হইবে না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ,জেড,এম, কামাল উদ্দিন,
ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যাণ),
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিমিটেড,
ডেমরা, ঢাকা